প্রকাশক—
শ্রীবিভুতি ভুষণ সরকার
১৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৭
প্রথম প্রকাশ—
নববর্ষ, ১৩৬৫
প্রচ্ছদপট—
শ্রীশফি (বনজ)
মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার
'কাত্যায়নী মেসিন প্রেস'
৩৯।১, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

মনের পাতায়

আঁকা ছবির

কয়েকটি রেখা

সময়টা ১৩৬২ সালের শরৎকাল। পূজোর তখনো কয়েকটা দিন বাকী। হঠাৎ আসামে গিয়েছিলুম। দিন কয়েকের মধ্যেই ওখানকার উপজাতি, অসমীয়া ও বাংগালীদের কারো কারো সংগে বেশ ঘনিষ্ঠতা জমে উঠলো। ওরা আমায় আপন ক'রে নিলে। ওদের ঘরের কথা আমার কাণের তারে নানান্ সুরে ছন্দে বাজতে লাগলো। অন্তরের গোপন ব্যথার সন্ধান পেলুম বাচন-প্রাচুর্যে। তাই আসামে গিয়ে অলাভ হয়নি। কিছু জানাও হ'য়েছে, কিছু শেখাও হ'য়েছে, আর সংগে সংগে দুঃখও পেতে হয়েছে। সুস্থ মজবুত দাঁত উপড়ে ফেলার অসহ্য যন্ত্রণা জোর ক'রে সহ্য করিয়ে কেবলমাত্র মাড়ির সাহায্যে কুখাদ্য চিবিয়ে খাওয়ার সুব্যবস্থা কোনও কিছু 'ইক্স্‌পেরিমেন্টে'র অজুহাতে যারা শুধু আপন স্বার্থ কায়েমী ক'রবার নিমিত্তই গরীবের জন্য ক'রতে চায়, তাদের কথা অবশ্যই আলাদা। স্বাধীনতা লাভের পরেও এই বছর কয়েক পূর্বে এমনি ধরণেরই একটা কিছু ক'রতে গিয়ে যে সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘ'টে গেল, তা যথার্থই মর্মস্পর্শী! এ সব ঘটনা সম্বন্ধে ওদের দেওয়া বিষয়-বস্তু নিয়ে আমি শুধু মালাই গেঁথেছি, তার অধিক কিছু নয়।

'যমুনার জলে জাগে রক্তের ঢেউ' কবিতাটি রচিত হ'লো ওখানকার যমুনা নদীর পারে-ধারে-বাস-করা সর্বহারাদের নিয়ে। 'ওরাও জাগে'— এ'টি ওখানকার পার্বত্য উপজাতি মিকিরদের জীবনকাহিনীর ছন্দলিপি। প্রথম কবিতাটি লিখতে সাহায্য ক'রেছেন নগাঁও কলেজের ছাত্র শ্রীমান মাসুদ আহ্‌মেদ ও শ্রীমান ইনাম রব্বানি (রবি)। দ্বিতীয়টির বিষয়-বস্তু দিয়ে সাহায্য করেছেন গৌহাটির কটন কলেজের মিকির ছাত্র শ্রীমান ধনীরাম রংপী। অসমীয়া ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যথেষ্ট সংগতি থাকায় এ কবিতাটি বেশ ক'রে হৃদয়ংগম ক'রতে পেরেছেন শ্রীমান রংপী। এতে আমিও আনন্দ বড় কম পাইনি। তার বক্তব্য অন্যত্র দেওয়া হ'লো। ওখানকার পার্বত্য মেয়েদের জীবন-ছন্দ থেকে রূপ নিয়েছে 'অমার্জিতা'। 'জীবনে সাহারা আর নয়—আর নয়'—এ'টিও আসামে থাকাকালীন লেখনীর গোটা দুই টান। আটপৌরে কবিতার এ'টিও একটি। ছোট্ট মিষ্টি টুকরো কথায় আকাশ-পৃথিবীর ঝক্‌মক্ ঝল্‌-মল্ আলো-উজ্জ্বলতার বৈচিত্র্যই শুধু প্রকাশ পায় না, মানুষের সাদা সরল অন্তরের বিশাল অনুভূতির স্বচ্ছ স্ফূর্তিটিও সজীব হ'য়ে উঠে। তাই তো, আসামের ছাত্রদের কাছ থেকে যে সাড়া পেয়েছিলুম,

তাকে ছোট ক'রে দেখতে পারিনি, এ কবিতাগুলিকে ছাপবার কী অদম্য স্পৃহা ছিল ওদের! চাঁদা তুলে শ'দুই টাকাও তু'লেছিল। ভাল প্রেসের অভাবে ওদের প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারেনি। 'বন্দরের কাল হ'লো শেষ, যাত্রা কর —যাত্রা কর যাত্রিদল'। আমারও আসাম প্রবাসে যবনিকা-পাত, পাঁচ মাস পরে বাংলায় আবার ফিরে এলুম।

একেবারে চুপচাপ। কবিতা ছাপানোর কথা ভুলেই গেছি। আচম্কা দোলা! দূর থেকে কথার সংগে হাতছানি—'ও কবিতার আদর হবেই, ছেপে ফেলুন।' ভাবলুম—বাংলা দেশে কবিতার সমাদর কোথায়? এটা ছোট গল্পের যুগ। দৈনন্দিন জীবনধারণের ঘূর্ণিহাওয়ায় মানুষের মন বিক্ষিপ্ত। সাহিত্য-রস পরিবেষণ না হয় হ'লো, কিন্তু তা গ্রহণ ক'রবার মত সাধারণের সময় কই। তা ছাড়া এ যুগে প্রায় সকলেই একটু হাল্কা রস পছন্দ করেন।

কবিতা দুরূহ, উপন্যাস দীর্ঘ, সকলের আপত্তি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রবর্তিত পুনর্মুদ্রিত 'বাংলার কথা'য় আমার সুবৃহৎ উপন্যাস 'ভ্রষ্টনীড়ে'র খানিকটা অংশ প্রকাশিত হ'তে না হ'তেই পত্রিকাটি বন্ধ হ'য়ে গেল। অদৃষ্ট আর কা'কে বলে! যাই হো'ক, ওটাকে পুস্তকাকারে ছাপবার ইচ্ছা হ'লো! কিন্তু ওটাও যে উপন্যাস! তাই তো—কী হবে? ছোট গল্প? হ্যাঁ—গোটা কয়েক প'ড়ে আছে বাক্সের তলায়। বাংলাদেশের পত্রিকা-সম্পাদক-প্রত্যাখ্যাত কয়েকটি ছোট গল্প। ওগুলি নিয়েও কী কম ছুটেছি সম্পাদকদের দোরে কড়া নেড়ে নেড়ে! সাড়া পাইনি! রিপ্লাই-কার্ডে, খামের ভেতরে টিকিট দিয়েও জবাব নেই। বাংলার আকাশে বাতাসে ঘুণ ধরেছে নাকি? অভিজাত পত্র-পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ সবাই জ্ঞানীগুণী, তাঁদের তরফ থেকে এমনি ব্যবহার কিছুতেই আশা করা যায় না। এ আমারই দুর্ভাগ্য! এই তো সেদিনের ঘটনা। ক'লকাতার অভিজাত মাসিক পত্রিকার এক সম্পাদক মহোদয়ের সংগে লেখা সম্বন্ধে কথা পাড়তে গিয়ে বেকুব ব'নে গিয়েছিলুম একেবারে। অফিস ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব ভদ্রস্বরে প্রশ্ন ক'রলুম—'ভিতরে আসতে পারি'? মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে জবাব দিলেন—'না'। পাঠক-পাঠিকারা হয়তো হাস্ছেন, হয়তো কেউ ভাবছেন—'এমনি রসালো মিথ্যেও ব'লতে পারলেন, আর এ-ও কী বলবার?' জেনে রাখুন—এমনি কঠিন সত্যও হয়, এবং তা আমার মত হতভাগার কপালে

জুটতেও বাধেনি। আর মনের দুঃখ অপরের কাছে ব'লেই তো ব্যথার লাঘব। কিন্তু এ সব থাক, আসল কথায় আসা যাক!

ঠিক হ'লো 'দোর খোলো' নাম দিয়ে গল্পের বই ছাপা হবে। 'দোর খোলো—দোর খোলো' ব'লে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়-দুয়ারের কড়া নেড়ে বসে থাকবো। দৈনিক বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ মহোদয়েরও সমর্থন এলো এবার। তিনি বললেন—'ছোটগল্প দিয়েই আসর জমাও, ওগুলি চলবে।' সব ঠিক হয়েও বিপত্তি। পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রেসে গিয়ে ধাক্কা খেলুম। সাড়ে সাত ফর্মার বই হবে, একুনে বারশো টাকার ব্যয়-হিসেব দেখালেন প্রেস-ম্যানেজার। মাথায় যেন বাজ প'ড়লো। ছেলে পড়িয়ে গোটা কয়েকমাত্র টাকা হয়েছে। অত টাকা কোথায় পাব? বারীনবাবুকে জানাতে বললেন,—'এ গলাকাটা রেট্, অন্য প্রেস ছাখো।' তা-ও দেখলুম। সাড়ে সাতশোর উপরে যাচ্ছে। হোঁচট্ খেয়ে ব'সে পড়লুম। ভাবলুম—লেখাগুলো কোন প্রকাশককে দিয়ে দিলে কেমন হয়! ওরে বাবা—সেখানে যে আরো বিপাক! প্রথিত-যশা হ'তে হবে, বাজারে নাম থাকা চাই। সত্যিই তো, আমার মত অজানা-অচেনা লেখকের লেখা নিয়ে তাঁরাই বা কী ক'রবেন? ছাপানো লেখা বাজারে ঝড়ের বেগে চালু না হ'লে তাদেরও তো লোকসান হ'য়ে যেতে পারে। নাম-না-জানা আনকোরাকে নিয়ে দোকান সাজাতে তাই তাঁরা ভরসা পান না।

একেবারে হতাশ হ'য়ে গেছি। লেখার পুঁথি-পত্তর সব শিকায় তুলে রাখলুম। সময় সময় পাগলামি চাপে। কাছে আসে যারা, তাদের কখনো কখনো প'ড়ে শুনাই। এমনি তোলা-ফেলা, এগোনো-পেছোনোর পালাও চ'লেছে বহুদিন।

আবারও দোলা। বার বার তিনবার। কবিতা—না গল্প? দীন পুঁজিতে যা সম্ভব তাই। ছোট কবিতার বই-ই ছাপা হোক! এতদিনের আঁধারে ঝিমানো পাণ্ডুলিপি ধীর ভীরু পদ-সঞ্চারে আলোকের দিকে মুখ বাড়ালো।

এই প্রসংগে প্রথমেই ছাত্র-বাবামণিদের স্মরণ করছি। ওদের অকৃত্রিম সহানুভূতি, অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও উৎসাহদানের কথা ভুলবার নয়। অতগুলি নামের তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব হ'লো না বটে, কিন্তু শ্রীমানদের সরল সবুজ মুখগুলি আমার জীবন-স্মৃতি-পথের চিরসাথী হ'য়ে রইলো।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী-বীর পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বারীন্দ্র কুমার ঘোষ মহাশয় এ পুস্তকের 'কবি ও কাব্যের পরিচিতি' লিখে দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। তাঁর ঋণ শুধবার নয়।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ. এম. এল. এ., মহাশয়কেও এ সময় স্মরণ করি। তার উৎসাহ-ব্যঞ্জক গুটি-কতক কথা এখানে না লিখে পারলুম না।—'আমার মনে হয় আপনার বই প্রকাশিত হ'লে দেশের লোকদের কাছে সমাদর পাবে। আপনার যে কবিতাটি (যমুনার জলে জাগে রক্তের ঢেউ) শুনবার আমার সুযোগ হয়েছিল, সেই কবিতাটি যথার্থই আমার ভাল লেগেছিল এবং আমার বিশ্বাস সকলেরই ভাল লাগবে।'

সুধীরবন্ধু শ্রীযুক্ত আবেদালী, বি. এ., বি. টি., ও অনুজপ্রতিম শ্রীমান এনামুল হক, এম. এ., এ গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন ব্যাপারে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রেছেন। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ হালদার, বি. এ., বি. টি., অনুজপ্রতিম শ্রীমান সুপ্রভাত ঘোষ, এম. এ., বি. টি., অধ্যাপক শ্রীমান সত্যব্রত দাশগুপ্ত, এম. এ., এবং আরো অনেককে এ সময়ে মনে না করে পাচ্ছি না।

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সুধা ঘোষ, শ্রীযুক্তা সাবিত্রী ঘোষ, শ্রীযুক্তা গীতা বসু, বি. এ., শ্রীযুক্তা রজিবন নিছা, শ্রীযুক্তা শোভা ঘোষ, বি. এ., এম্. এড., ডাঃ সুধা বসু, শ্রীমতী নীলিমা রায় চৌধুরী, কুমারী মলিনা গুহ. বি. এ., বি. টি., শ্রীমতী গৌরী গুহ, বি এ., (অনার্স), কুমারী নন্দিতা গুহ, বি. এ., এমনি আরো অনেক মা-বোন এবং মা-মণিদেরও এ সময় স্মরণ করি।

অনুজপ্রতিম শ্রীমান বিভূতিভূষণ সরকার এ পুস্তক প্রকাশের সর্বপ্রকার ঝামেলা বহন ক'রে আমার পরিশ্রম যথেষ্ট পরিমাণে লাঘব ক'রেছেন। শ্রীমান আমার ধন্যবাদার্হ।

সর্বশেষ বক্তব্য এই যে, এ পুস্তক ছাপাতে গিয়ে পদে পদে শুধু বাধা-ই পেয়েছি। এ বাধার মূলে যে কী আছে, তা আজো আমার অজানা। আর একটি কথা—সযত্ন সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও কবিতার এখানে সেখানে একটা দু'টো মুদ্রাকর-প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাকে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটুকু নিজগুণে মার্জনা ক'রতে অনুরোধ জানাই।

মহালয়া, ১৩৬৪ শ্রীমাধব নারায়ণ বসু

Here in this nice treat, the materials regarding the social and political bearing of the Mikirs (karbi) that have got so beautifully blended in the graceful rhyme of the verse "Orao-Jage" are furnished by me, to the best of my knowledge and belief.

The reading public will, I hope, catch a glimpse of our out-of-the-way life and manners through the lines of this terse poem.

Dhani Ram Rangpi,
Rongmandu goan,
P. O. Baithalangso,
Mikir Hills, Assam.

5th. March, 1956

কবি ও কাব্যের পরিচিতি

'যমুনার জলে জাগে রক্তের ঢেউ'—এর কবি মাধব নারায়ণ আমার একান্ত স্নেহের পাত্র। হরি নারায়ণ ও মাধব নারায়ণ এরা দু'ভাই অনন্তের ও অসীমের সুরে বাঁধা স্বভাব-বীণা, ওদের শেখায় না কোনও মানুষ গুরু; ওরা স্বতঃ স্ফূর্ত স্বভাবের বাঁধা তারে আপনি বাজে। যে তারে বনের শান্ত সবুজ সজল কোলে বনফুল ফোটে, ঊষা-সন্ধ্যা মুক্ত আকাশের নীল প্রাংগণে রঙের আল্পনা আঁকে, সেই সৃষ্টির অলখ বীণার স্বর্ণতারে বেজে চ'লেছে এই দুই স্বভাব-কবি ভাইয়ের সাধনার সংগীত।

হরি নারায়ণ ছিল উচ্চ বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী, অভ্যাসে স্বভাবে চাল-চলনে পূরা হ্যাট-কোটধারী সাহেব। কোন খোঁজই রাখতো না সে ধ্যান-ধারণা যোগ-সাধনার গোপন রাজ্যের। হঠাৎ একদিন এই হ্যাট-কোটধারী বিলাসী সাহেবের মনের রহস্য লোকে উদাসী রাজপুত্র গৌতমের আত্মদানের আবেগ ভরা জোয়ারে দুই কূল ছাপিয়ে নেমে এলো, ভাসিয়ে নিয়ে গেল হরি নারায়ণকে দুর্গম হিমালয়ের গহন গুহায়। গড়ওয়ালের পাউরি (P.O.) অঞ্চলে হরি নারায়ণ এখন যোগ-মগ্ন। সেখানে ঘাসের বীজের রুটি খেয়ে সে তপস্যায় রত। পাহাড়ের গায়ে দুর্গম গুহামুখে পার্বত্য ঝর্ণা নেমে এসেছে। সেই গুহায় কঠোর তপস্যায় ডুবে অনন্তের সন্ধানে ব'সে আছে হরি নারায়ণ বাবা যোগ-মগ্ন হ'য়ে। সেই গুহামুখে স্রোতস্বিনী-কূলে জল খেতে নেমে আসে ভীষণাকার অজগর ও হিমালয়ের হিংস্র ব্যাঘ্র। গত কুম্ভের যোগের সময়ে হরি নারায়ণ এসে আমার সংগে দেখা ক'রে গেছে। বড় সৌম্য শান্ত উদাসীন সে রূপ!

সেই অলখ নিরঞ্জনের সন্ধানী সাধক হরি নারায়ণের কনিষ্ঠ ভাই এই 'যমুনার জলে জাগে রক্তের ঢেউ'-এর কবি মাধব নারায়ণ। মাধবের কবিতা গদ্যের পরিচ্ছদে সাজানো উচ্চাংগের কাব্য, অসভ্য বন্য জাতির উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের রক্ত-রাঙা কাহিনী। এ চিরন্তন

নিষ্ঠুরতার—দুর্বল মানুষের উপর বর্বর শক্তি-গর্বান্ধ মানুষের আচরিত অত্যাচার মহাকালীরই ধ্বংসের নৃত্য। ইতিহাসের কাহিনীতে এমনই সব মানুষের রক্তে-মাখা পাতার পর পাতা তোমরা পাবে। মাধব নারায়ণের এই রক্ত তর্পণের অমর কাহিনী এমনই চিরন্তনী এক বুক-ফাটা করুণ গাথা, যা'র কোন ভূমিকা বা পরিচয়-লিপি বাহুল্যমাত্র। সুসভ্য মানুষের দ্বারা তথাকথিত বন্য অসভ্য দুর্বল যাযাবরের উপর অনুষ্ঠিত অনুরূপ অত্যাচারের মহাকাব্য সুধী সমাজে স্বতঃই সমাদর পাবে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কবিতা আজকের উপন্যাস-প্লাবিত বাজারে বিকায় না জানি, তথাপি কবির আগ্রহাতিশয্যে 'যমুনার জলে জাগে রক্তের ঢেউ' পাঠক সমাজের করকমলে অর্পিত হ'লো সমাদর পাবার দুরাশায়।

১৩।৩।১।১, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬
২৫ শে কার্তিক, ১৩৬৪

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ,
সম্পাদক, দৈনিক বসুমতী

উৎসর্গ

বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী নর-নারীর উদ্দেশে এ দীন ক্ষুদ্র লিপিকা ভক্তি-অর্ঘ স্বরূপ উৎসর্গিত হ'লো।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

আসামের প্রতি

তুমি তাপসী অপর্ণা—মূর্তিমতী রূপের ডালি।
তোমার স্নেহ-ছায়ায় পাঁচ মাস থেকে এলুম।
তোমার কোমল আরাম স্পর্শ আমার হতাশ মনকে
বার বার দোলা দিয়েছে নূতন ভাবে নূতন ছন্দে।
ভোরের হিমেল আকাশে
রূপালি শুভ্র তুষার কণায় আবীর ছড়িয়ে
ইন্দ্রজাল সৃজন ক'রে
নিখুঁত মেয়ের লজ্জা-রক্তিম কমনীয়তায়
দেখা দিয়েছো তুমি কতবার!

পাহাড়-পর্বতের কোল বেয়ে
লাস্যময়ী ঝর্ণার কলো-কলো-ছলো-ছলো!
সে ত তোমারই আলতো পদ-ধ্বনি—
নূপুরের রিণি-রিণি—ঝিনি-ঝিনি।
গাছ-লতা-পাতায় সর্-সর্—শোঁ-শোঁ—
প্রথম বসন্তের দামাল চপল ঝড়ো হাওয়া,
সে যে তোমারই আর এক রূপ—
প্রস্ফুতার নগ্ন মদির ভাব-ব্যঞ্জনায়।

সৃষ্টির শেষ নেই;
আবাহমান কাল ধ'রে কালের কর্মশীল 'পরিভ্রমণে'
তোমার কোলে কত শিশু এলো গেলো,
আরো কত আসবে, যাবেও।
প্রত্নতত্ত্বের ভাণ্ডারে তুমি ধনী,
সভ্যতার বিচিত্র স্ফুরণে তুমি আবার মানীও।
পাহাড়-সমতলের নরনারী তোমাকে ক'রেছে মহীয়সী।
কাঠের উঁচু ঘর, আর দীন নিচু বস্তী—
সবগুলিই তোমার মনের সবুজ শ্যামল ছোপে প্রাণবন্ত।

দুঃস্থ-জখম ভগ্নীর সন্তানেরাও
তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি।
মায়ের মতো বাহু বাড়িয়ে
তাদেরও কোলে তুলে নিয়েছো তুমি।

তোমার পায়ে প্রণাম জানিয়ে চ'লে এসেছি,
কিন্তু তোমার সন্তানেরা তো ভোলেনি আমায়।
তাদেরই একাধিক অনুরোধে
এ লিপিকা প্রজাপতির মতন
আলোয় ডানা মেলেছে আজ।
তোমার ঋণ শুধবার নয়,
তোমার বাৎসল্য-রস ঋণের মাত্রা
দিন দিন বাড়িয়েই তুলবে—
এই জানি।

আরো জানি—
আগামী দিনের পরিকল্পনায়
ভারতের বিশিষ্ট শিল্প-রূপায়নে
তোমার সম্পদ-সম্ভার
সর্বহারার কংকালে রক্তের আভা ফুটিয়ে
পরিপুষ্টির প্রাচুর্য ব'য়ে আনবে।

বেলাড়িয়া, মহালয়া, ১৩৬৪

সূচীপত্র

যমুনার
জলে
জাগে
রক্তের
ঢেউ

আসাম প্রদেশে যমুনার পারে কতগুলি গ্রাম আছে।
তার ইতিহাস পৃথিবীর লোকে কতটুকুই বা জানে;
রাত্রির খামে ঢাকা প'ড়ে আছে সে সব মর্ম ব্যথা,
দরদীর মনে জানি এই লিপি বলবে করুণ কথা।

অন্তর্যামী জানে বেশ জানে এই অন্তর-বাণী।
পতিত শোষিত সর্বহারার এ শ্রমের ইতিহাস।
মায়াহীন মেঘ বর্ষা ঢেলেছে, সূর্য তপ্ত রোদ;
বন্য পশুর আচরণে ছিল দারুণ নির্মমতা।

এতো হ'লো শুধু প্রকৃতির ঝড়, এছাড়াও আরো আছে।
সে কথা ব'লতে মনে ব্যথা লাগে। মানুষের পরে মানুষ
এত লাঞ্ছনা কেমনে যে করে, তা ভাবতে গেলে মনে
অতীত কালের প্রাক্-ইতিহাস-যুগের কাহিনী আসে।

সুসভ্যতার এই পৃথিবী, বনেদী চালে এ চলে।
রোম-গ্রীসের কত অবদান, আর মেসোপটেমিয়া,
মহেঞ্জোদড়ো-মিশর-ইলোরা-অজন্তা-হরপায়
মানুষের রুচি শালীনতা নিয়ে আছে মগজের পাশে।

ফ্রেস্কো শিল্প ওরিয়েন্টাল, র‍্যাফেলের ম্যাডোনা,
সফোক্লিসের জয়-যশ-টীকা, ওয়োর্ অব্ রোজেস্,
আমেরিকার স্বাধীনতা-রণ, রুশোর সাম্যবাদ,
চীন-জাপানের যুদ্ধের কথা—বিচিত্র আখ্যান।

চেংগিস খাঁর হত্যাকাণ্ড, নাগাসাকি-হিরোসিমা,
হিটলার-তোজো-মুসোলিনীদের তত দোষও দেব না ;
দুদিনে মৃত্যু বিসূচিকা থেকে, তিলে তিলে সে তো নয়।
যক্ষ্মায় শুষে রক্তটা আগে, শেষে কেড়ে নেয় প্রাণ।

সাম্যের দেশ রাশিয়ার বুকে জারের আমল থেকে
চ'লেছে অবাধ শোষণ-পীড়ন উনিশ' সতর সাল।
উপনিবেশের অর্থগৃধ্নু চীনাদের আফিং দিয়ে
গোলাপী আভায় শরীর ঢেকেছে মজালুটে কতকাল !

জেগেছে এবার বিশাল পৃথিবী, ধরেছে করালী রূপ !
শুধু স্বাধীনতা—নয় আর নয়, 'ইকোনমিক্ ফ্রীডম্'
চাই যে এবার, হীন-লাঞ্ছনা আর কতদিন সয় ?
রক্তজবার 'পিয়াস্' লেগেছে, ধূলি-কণা লালে লাল।

উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, পূব-পশ্চিম ব্যেপে
মহাজাগরণ এসেছে এবার শ্রম-ইতিহাস নিয়ে।
এই খরস্রোত রুখবে কে আছ ? দেখি ত কেমন বুক !
দাঁড়াও ত দেখি, পরখ ক'রবো কোন হিমালয় তুমি ?

পিয়াস্—পিপাসা (হিন্দুস্থানী)।

তৃণ খণ্ডের মত ভেসে যাবি, চিহ্ন লুপ্ত হবে,
দেহ-পিঞ্জর থাকবে না তোর, রবে না ফসিলটাও।
আগামী দিনের গল্প-লেখক তোর ক'রবে না নাম।
অপদার্থের অপমৃত্যুতে হাসবে পাষাণ ভূমি !

এ বদ খেয়াল ছাড়তেই হবে, সত্যের দাবী এ যে।
দ্যাখ্ চেয়ে দ্যাখ্, মহাকাশ তলে লাল সূর্যটা হাসে।
রক্তটা লাল, সে লালের দাম অমনি বৃথায় যাবে ?
তুই ত মানুষ, তোর মানবতা তোকেই না দিতে হবে ?

বৃথা যাবে না ত, যেতেই পারে না মানুষের বিশ্বাস।
নগ্ন পৃথিবী তোর শ্রম-ধনে হবে গর্বিতা জানি।
ক্লান্ত উদাস জড়-কংকাল শীর্ণ দেহের সাথে
শত বর্ণালী সূর্যের হাসি সচ্ছল কথা ক'বে।

তাই বলি এই করুণ কাহিনী। আসামের এক কোণে
যমুনার জলে তপ্ত অশ্রু অযুত ধারায় ঝরে।
প্রকৃতির কোলে ছোট এই নদী শ্রাবণের ঘন ঘোরে
চাপা ক্রন্দনে খর উদ্দাম—খল কল সুর তোলে।

এর পারে ধারে বিশাল জমিতে কতছিল বুনো গাছ।
সালি-গমারির আশে পাশে ছিল বনজারুল-শিমূল ;
আংলার কাছে কা-আংলা বন, 'সোন্-যেন্-ফুল' তরু,
সবুজে শ্যামলে দুল্‌তো রে এরা নীল দিগন্ত কোলে।

বন শূয়োরের হিংস্র দন্ত, বুনো মহিষের দল,
ব্যাঘ্র-হস্তী, অজগর সাপ, নেকড়ে বাঘের থাবা,
ঝড়-তুফানের রূঢ় বিভীষিকা, পাহাড়ী ঝর্ণা-জল,
বন যমুনার বুকে তীরে ওরা উদ্ধত অবিচল।

কারা বুঝি এলো। হীন অসভ্য নিরুপায় যাযাবর,
বিতাড়িত এরা অন্যদেশের অকেজো আবর্জনা।
শিক্ষা-দীক্ষা নেই একেবারে, আছে শুধু হিম্মত ;
বুকের পাটায় সৃষ্টি ক'রবে জনপদ সচ্ছল।

সরকার থেকে সর্ত হয়েছে—যত আছে বুনো জমি,
তার মালিকানা পাবে সেই জন, যে করবে যত চাষ
বিপদ-বিঘ্ন-সংকুল জমি। সেখানে সে তারপরে
বাড়ী-ঘর ক'রে ক'রবে বসতি সামান্য কর দিয়ে।

হাসি মুখে ওরা সর্ত মেনেছে ; হা-ভাতে হা-ঘরে দল
এতদিন পরে মাটি পেয়ে হাতে সদ্ব্যবহারে তার
পতিত জমিতে সোনার লিখন লিখলো বাহুর জোরে ;
মন-দর্পণে সু-স্বপ্ন রচে শ্রমের ফসল নিয়ে।

পাংশু জীবনে উদ্বেগহীন শান্তি অবিচ্ছিন্ন
আসবে এবার। পর্ণকুটীরে শিশু-বালকের হাসি
উৎফুল্লতা-উচ্ছলতায় জীবনের জয়গানে
ঐক্যছন্দে মুখর ক'রবে ছোট জনপদ খানি।

প্রেমিক-প্রেমিকা কণ্ঠে বেঁধেছে নূতন যুগের গান।
নব বসন্ত দোলা দিল গ্রামে, কুহু কুহু কল স্বর।
প্রকৃতির কোলে নেচে তালে তালে সুগন্ধ ফুল ফোটে ;
রংয়ে রংয়ে রংয়ে রাঙা হলো গাঁও, প্রগল্ভ হয় বাণী।

মাটির গন্ধে 'দিল্' ছুঁয়ে দেয়। আকাশের হাতছানি
অসীম-সীমায়, দেহে-মনে তোলে নূপুরের রুমুঝুমু।
বেণী খুলে দেয় মিকির মেয়েরা, লালুং যুবক হাসে ;
খানিকটা দূরে বেজে ওঠে ওই পী-পী 'পেপা'রোল কার !

হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শ করলো, সতেজে জীবন পুষ্টি।
সুদূরের বাঁশী হিন্দোল বোলে তোলে সৃষ্টির তৃষা।
'ধুনীয়া' ফুলের মদির সুবাসে ভ্রমরেরা উড়ে আসে ;
তৃপ্তিবিহীন সৃজনে বাজে রে হৃদয়-বীণার তার !

শ্রমের ফসলে পূর্ণ হয়েছে শস্যের ভাণ্ডার।
মনপাখীগুলি পাখা-ভর দিয়ে বাতাসে ছড়ায় হাসি।
অন্ন-পুষ্ট মুখে মুখে ওঠে শ্রমের সজীব কথা ;
মাটির স্নিগ্ধ মধুর হাসিটি বলে—'কাছে আছি আমি।'

হঠাৎ এসেছে—জোয়ার এসেছে—খল উৎ-শৃংখল,
শোষক-পীড়ক ভীষণ ভয়াল প্রলয় রুদ্র রূপ !
ধনতান্ত্রিক কলুষ পিপাসা টাকার থলিটা নিয়ে
চুপে চুপে এলো কালো রাত্রিতে, সজাগ অর্থকামী।

পেপা—বাঁশী (অসমীয়া)।
ধুনীয়া—সুন্দর (অসমীয়া)।

ক্ষেত-খামারের গোবেচারী চাষী, টাকা ত ওদের নেই ;
শাবল-বাহুতে জোর আছে বেশ, জোয়াল-বলদও আছে।
মাটি-থেকে-পাওয়া সোনার ফসল, সামান্য তার নিয়ে
ওপারের হাটে বিক্রয় করে। শুল্ক যে দিতে হয়।

শ্যেন-শকুনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শিকার এবার পেলো।
নিরীহজনকে লোভটা দেখালো দুরভিসন্ধি ঢেকে—
'এত ধান আছে তোদের গোলায়, জমিতে দখল এত ;
পয়সার তবে এত টানাটানি তোদের কী ক'রে সয় ?

'পিছু পড়ে থাকা দেখায় না ভাল, ছাখ্ চেয়ে ছাখ্ এই—
শরীরে কেমন পোষাক পরেছি, ব্যাগ্‌টাতে কত টাকা !
যুগের ধর্ম মানতেই হবে, কেন রে অন্ধকারে
পা দু'খানি আজ ফেল্‌বি এমন অর্থের অনটনে ?'

অবুঝ কৃষক প্রশ্ন করলো—'কেমনে আমরা বল,
তোমাদের মত অর্থ ক'রবো ; উপায় কী আছে তার ?'
ক্রূর হাস্যে মহাজন কয়—'কোনই ভাবনা নেই।
টাকার বদলে ধান দিবি তোরা, বাঁচবি ধনে ও জনে।'

সেই থেকে সুরু শোষণ-পীড়ন দারুণ অত্যাচার।
'ধানুয়া' সর্তে লেন-দেন চলে, অক্ষমতায় শাস্তি।
গুণ্ডার দল হানা দিয়ে ফেরে, অকারণে গুরুদণ্ড ;
শাসন-শোষণ-পীড়নে তখন ছারেখারে যায় গ্রাম।

ধানুয়া সর্ত—গরীব কৃষকের দুর্দিনে সামান্য টাকা ধারের জন্য ধানের মরশুমে অতিরিক্ত পরিমাণে ধান দিয়ে মহাজনের ঋণ শুধবার সর্ত।

এর পরে আছে পুলিশী জুলুম, অন্যায় অহেতুক
যখন-তখন রূঢ় আচরণ খেয়ালী খবরদারী।
সংগীন-সহ বন্দুক তুলে স্বার্থ-লোলুপ ঠগ্
ব্যভিচার আর নষ্টামিতে কলুষিত করে নাম।

এ-ও সয়েছিল স্তব্ধ মুখে, করে নাই প্রতিবাদ ;
কিন্তু সেদিন আকাশ থেকে উল্কা প'ড়লো বুঝি।
রক্তের দানে ঘর্মের দামে গড়েছে যে জনপদ,
বাসভিটা সব ছেড়ে যেতে হবে। সরকার বাণ হানে

পুলিশের ঝোঁখ জোরালো হয়েছে, বেড়েছে উপদ্রব।
বসত-বাস্তু ছাড়বে না ওরা, এমনি করেছে পণ।
বাঁচার প্রশ্নে মৃত্যুও ভাল, যদি এ ভীষণ মৃত্যু
আগামী দিনের ভরণ-পোষণে সচ্ছল ভাব আনে।

শেওড়া ঘাটের বাজারে বসেছে ফল-বিক্রেতা এক।
কোথা থেকে কোন পুলিশ এসেছে লিচু ফল নেবে বলে।
শত লিচু-এর দাম চায় মোটে আট আনা বিক্রেতা ;
জোর হেঁকে মুখে বলছে পুলিশ—'দেব শুধু দু'টা আনি।'

গররাজি নয় ফলের মালিক, সম্মত হ'তে বাধ্য।
চমকে উঠতে হবেই যে হবে, শুনলে ঘটনা পরে।
দু'আনা পয়সা কিছুই তো নয়, পুলিশ দেবে না তা-ও।
ফল-বেপারীকে চোর ব'লে বকে, নিজে নাকি বড় মানী !

বাজারের লোক চারদিক থেকে ভীড় ক'রে এসে থামে।
ব্যাপারটা শুনে ক্ষণকাল ওরা নির্বাক হয়ে থাকে।
একে অপরের চোখে চোখে শুধু দৃষ্টি বদল করে।
সহায়হীনের পক্ষে লড়াই কেমনে ক'রবে হীনে ?

শুষ্ক-পাঁজর বিকল-শরীর কংকাল-সার জীব,
শিক্ষাবিহীন রুগ্ণ পংগু। বিংশ শতাব্দীতে
মূক ও বধির হ'য়ে আছে ওরা থাক্তে শ্রবণ-বাক্ !
উৎপীড়কের শত লাঞ্ছনা স'য়ে গেছে দিনে দিনে !

আজ আর নয়, মহামরণের ডাক এসে গেছে দ্বারে।
অত্যাচারীর তীক্ষ্ণ চাবুক ওরাই ত ভাঙে গড়ে।
মহাকাল তার লাল ওড়নাটি নীলাকাশে ছুড়ে দেয়।
বিদ্রোহিগণ নাচে উদ্দাম ভৈরব মুদ্রায় !

তাদের যখন মরতেই হবে, ভয় ক'রে তবে লাভ ?
নূতন দিনের নতুন আলোক অন্ধকারের মাঝে
কোন পার থেকে ঠারে-ইংগিতে জানালো যুগের কথা।
অস্ত্রবিহীন ওরা ভয়হীন বিপ্লবী গান গায়।

প্রতিবাদ এলো। প্রতিরোধ এলো। জোর এলো প্রতিহিংসা।
হাতাহাতি ছেড়ে লাঠালাঠি হ'লো ; তবুও বাধ্ না মানে।
ক্ষুব্ধ জনতা ক্রুদ্ধ হয়েছে. আরক্ত চোখে চায়।
সিপাই সদলে শংকিত হ'য়ে শেষে দেয় চম্পট।

যবনিকা-পাত এখনো হয়নি ইতিহাস আছে বাকী।
কুটিল রাত্রে ঘনকালো মেঘ আকাশে দিতেছে হানা
গুড়্ গুড়্ দেয়া চলে ডেকে ডেকে, গভীর অন্ধকারে
অমংগলের ছাপ নিয়ে ফেরে দৈত্য ও লম্পট।

ডাহুকের রোল থেকে থেকে ওঠে, পেঁচার অশুভ রব।
বঁধুয়া-বধূর চোখে ঘুম নেই ; কেমন কী যেন ভাব।
পাতা-ভরা গাছে চম্পকে ফেলে ব্যথার দীর্ঘশ্বাস !
পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে ; ঝরে জোর বরিষণ !

দূরের পাহাড় ক্ষণবিদ্যুতে মনে হলো কথা কয়।
লালি-সোনারুর পাতায় পাতায় জোনাকী পোকার আলো
কোন জাগরণ ইংগিতে যেন কাঁপছেই থরো থরো !
হঠাৎ ঝাপ্টা নিয়ে আসে খর মৌসুমী সমীরণ।

যমুনার জল কল উচ্ছল, তথাপি-ও পিপাসার্ত।
'ম্যায় ভুখাহুঁ'র তীব্র কণ্ঠ হাঁকছে হুহুংকারে !
আর্ত রক্ত চাই তার চাই, মাদল-দামামা বাজে।
প্রগতি-প্রদীপ অন্ধকারায় জ্বল্বে রে না ও মেনে।

ভোর হয়ে গেছে। আকাশ-প্রান্তে লাল সূর্যটা হাসে,
মাতাল নেশায় ঝিম্ লেগে গিয়ে আবীর ঢালে গুলাল্।
রক্ত-আভায় প্রকৃতি জেগেছে, যমুনার বুকে বুকে
ছন্দঃপতনে দিগ্ভ্রান্ত কে বাঁচার বেসাতি কেনে।

সূর্য ঢলেছে পশ্চিমদিকে। হাটে চলে বেচাকেনা।
উঠলো হঠাৎ টোটার শব্দ, দূর থেকে কারা আসে,
রঙীন পাগড়ী মাথায় মাথায় খাকীবাসে ঢাকা দেহ।
দুশমন দলে বন্দুক তোলে সহসা অতর্কিতে।

গোলাগুলি দেখে হাটের জনতা পলায়নে তৎপর।
কিন্তু কোথায় পালাবে রে ওরা, ভাগ্য লিখেছে আর!
ধুমাধুম কত প'ড়লো মাটিতে, নদীর কোলেও কটা।
যমুনার জল লাল শতদল রচলো আচম্বিতে!

অস্ত্রও নেই, অন্নও নেই, বুভুক্ষিতের দল!
পশুর সংগে পারবে কী ওরা শুধুই বাহুর জোরে?
সম্ভব নয়। এঁটেও উঠতে পারে নাই কোনদিন,
অসহায় জীব পরাজয় মেনে বিচারের আশে ফেরে!

মিছে ছুটাছুটি, মিছে হয়রানি, সুরাহা কোথায় মেলে?
দিনে দিনে শুধু তিলে তিলে ক্ষয় অভাবের কষাঘাতে।
জীবনটা নিয়ে টানাটানি সুরু, বেঁচে থাকা হ'লো দায়।
ক'রবে কী ওরা ভেবেও পায় না, দোষে শুধু ভাগ্যেরে!

শারদীয়া পূজা হয় অবসান, তার কিছুদিন পরে
নগাঁওর ধারে ছোট এক গ্রামে আসে কংগ্রেসপতি।
এ সুসংবাদ যমুনার পারে রটলো কেমনে যেন।
নিরাশ হৃদয়ে আশা জেগে ওঠে, ওরা তাঁরে সব কবে।

দূর পথ হেঁটে এসে গেছে ওরা, শ্রান্ত অবসন্ন।
গাছের তলায় ব'সে থাকে ; হায়, সম্মুখে যেতে মানা !
কিছুটা তফাতে প্যাণ্ডাল-তলে কংগ্রেস সভাপতি
যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন কিসে উন্নতি হবে।

সহসা দৃষ্টি প'ড়লো এবার দুর্ভাগাদের প্রতি।
কেমনে কী হ'লো বুঝা গেল না ত ; ধরলে' কী অনুমানে ?
মঞ্চের থেকে তখনি নামেন, আসেন ওদের দিকে।
কেহ কেহ কয়—'ওরা কেউ নয়, কোথায় আপনি যান ?'

কর্ণপাতও করেন না তিনি, চলেন বহির্ভাগে।
হতভাগা-দল এক সাথে এসে পড়ে তার পা'র 'পরে
সহিষ্ণু মনে আর্জিটা শুনে একেবারে হতবাক্ !
তারপরে দেন আশ্বাস-বাণী—'হবে সব সমাধান।'

উচ্ছেদ-জারি স্থগিত এবার, তদন্ত হবে জোর।
এতদিন পরে সতর্ক হ'লো প্রাদেশিক সরকার।
স্বাধীন ভারত সইবে না আর এ অন্যায় নীতি,
জীবনের দাবী প্রগতি-জোয়ারে এনেছে অভ্যুদয়।

আর কিছু নয়, মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে
পৃথিবী-ঘরটি মার্জিত হয়, ময়লাও হয় জেনো।
দুর্ব্যবহারে বিপ্লব আসে, ঘোর প্রতিবাদ-ধ্বংস।
ন্যায় ব্যবহারে সত্য-শিব ও সুন্দরের বিজয়।

স্বার্থপরতা, শোষণ-পীড়ন, কদর্য মনোভাব,
স্নায়ু-যুদ্ধ, গরম ভাষণ, 'ডিভাইড্' এবং 'রুল্',
পৃথিবীর এরা করে নাই ভাল ; চেয়ে দেখো ইতিহাস।
রাশিয়া ও চীন, ভারতবর্ষ সাক্ষ্য দিয়েছে তার।

এত সব দেখে তবু শিখবি না ? এ কোন রকম বুদ্ধি ?
উপনিবেশের কংকাল আছে, মাংস গিয়েছে প'চে।
এ পূত গন্ধে মানুষ বাঁচে না। মাৎস্যন্যায়ের যুগ
বিশ শতকের মাঝে চলে না রে। হাসে ওরে সুবিচার!

কতদিন আগে পথ বাতলেছে রুশো ও ভল্‌টেয়ার।
ডারউইনের থিওরীটা বুঝি চরম মূল্যহীন ?
মার্ক্‌স্-হিগেল, লেলিন-ষ্টেলিন, এঞ্জেল ফিলজফি
মাটির ধূলায় আসন পেতেছে, ফালতু ওগুলি নয়।

গোলকধাঁধাঁটি তৈয়ার করেছে গর্বিত ধনবান।
স্বার্থান্বেষী লোভ-লালসায় দুনিয়া সর্ব-স্বান্ত।
মহাপুরুষেরা জীবন দিয়েছে পরের হিতের জন্য।
গণ-দেবতার বন্দনা গাও। জনতার হবে জয়।

দ্যাখ্ চেয়ে মাঠে, সবুজে-সোনায় জীবনের কথা কয়
পঞ্চশীলের নীতিতে রয়েছে ঐতিহাসিক মূল্য।
জখম পৃথিবী কংকালরূপ ধ্বংসস্তূপ ছেড়ে
রক্ত-মাংস-মেরু-মজ্জায় ধরুক অতুল সাজ!

পূব-পশ্চিম ব্লকের কথা ছেড়ে দাও-দাও-দাও।
মানুষ হিসাবে সম্মান করো, কালো ধলো আর নয়।
শান্তি-কপোত জলপাই পাতা উড়ে নিয়ে যাক দূরে ;
শ্রম-ইতিহাস সবল নিপুণ হাতে রচো মিলে আজ।

সাইবেরিয়ার বরফের তলে শ্রমিকের ব্যাকুলতা
হিমের কোলেও নব বসন্তে বলে কিশলয় কথা !

নগাওঁ, ১২ই পৌষ, ১৩৬২

ওরাও
জাগে

রক্তের লাল আকাশের বুকে তাথৈ নাচনে মাতে।
পৃথিবী-জননী ভয়-বিহ্বল ঘটে বুঝি অঘটন।
কী কারণে যেন ঝিম্ লেগে গেছে চপলা উর্বশীর!
কলুষিত হয় রক্ত লেখা বিংশ শতাব্দীর!

মরা প্রান্তর পতিত জমিতে জেগেছে স্বচ্ছ প্রাণ।
ক্লান্তি-শ্রান্তি-ঘর্মের স্রোতে মাটিতে স্বপ্ন রচে।
পাহাড়ের কোল বেয়ে বেয়ে ওরা নেমেছিল একদিন;
নর-নারী মিলে খেটে খেটে শেষে সমতলে গড়ে নীড়।

মিকির যুবক সংগে এনেছে নব পরিণীতা বধূ।
নিজের নামটি বগা তেবাং তার, জায়ার নাম কারবী
'এপ্রিল ফুল' হৃদয়-বাসরে লাল রং ঢেলে দেয়।
পুষ্পশয্যায় চাঁদের আলোয় ওরা করে 'হানিমুন'।

সূর্য ওঠার পূর্বেই ওরা ঘুম থেকে উঠে পড়ে।
প্রাণের বন্ধু মাটির সংগে কত আছে আলোচনা!
দু'জনেই যায় মাঠের ওদিকে হাতে নিয়ে হাতিয়ার;
বন কেটে করে চাষের ক্ষেত্র নিকটেই 'মন্‌সুন'।

এপ্রিলফুল—কৃষ্ণচূড়া জাতীয় বৃক্ষ।

আরো কত লোক কাজে লেগে গেছে। সবল বাহুর জোরে
শাবল-কুঠারে মহীরুহগুলি পর পর কেটে যায়।
বন্য গুল্ম, লতাপাতা-ঝাড় সুপরিষ্কার ক'রে
মোষ-বলদের সহায়তায় কর্ষিত হয় জমি।

জংগলে-ঢাকা মৃত মৃত্তিকা আলো-হাওয়া পেল বুকে।
মৌসুমী মেঘ জল ঢেলে দিলো। রসময় হ'লো মাটি।
কত কাজ বাকী! চাষীরা সদলে রোপণ সমাধা করে।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে সবুজ-শ্যামায় অপরূপ হয় ভূমি।

জনপদখানি পাহাড়ী মানুষে গ'ড়েছে রক্ত দিয়ে।
শ্রম-ইতিহাস কতটুকু হবে কাগজ-কালির সহায়।
রূঢ় এ কাহিনী কালির আখরে বুঝাও যায়না তত।
বাস্তবতার ঠিক পরিচয় হয় রে অভিজ্ঞতায়।

তবু বলি শুন। এসেই প্রথমে খোলা স্থানে নিলো ঠাঁই।
খাবার প্রশ্ন থাকবে ত জানি; তার চেয়ে ছিল ভয়।
বুনো জানোয়ার কখন যে আসে; কখন আক্রমণে
জীবনটা নিয়ে টানাটানি করে, গরুগুলি নিয়ে যায়।

পর্ণকুটীর বেঁধে নিয়েছিল কিছুদিন পরে তার।
যা জুটতো দিনে তাই খেয়ে খেয়ে জীবন চালিয়ে যেত।
'বনরীয়া' জীব হরিণ-শূকর আনতো শিকার করে।
কাঁচা মাংসই কেটে কেটে নিয়ে তারপরে পেটে দিত।

বনরীয়া—বন্য (অসমীয়া)।

বাঘ ছিল বনে অতীব হিংস্র ; ভাগ্যটা ভাল তবু।
কোন দিন কোন মানুষ মারেনি। অনেক নিয়েছে গরু।
এমনো হয়েছে এক গরু নিয়ে, পেছনে ধরেছে বাঘ,
সামনে ধরেছে মানুষ সকলে ; তথাপি-ও বাঘে নিত।

এ আচরণের কারণও ছিল। লোকে বলে শুনা যায়—
বাঘ জানতো না অতি সুস্বাদু হয় মানুষের মাস,
জন্তু-মাংস চরম রসাল এই ব'লে জানে সে।
তার ব্যবহারে তাই নাই বুঝি এতটুকু অন্যথা।

এর পরে ছিল বন্য মহিষ, বুনো হস্তীর দল।
বন শূকরও ছিল জেনো বহু। ছিল আরো উপদ্রব।
কেউটে সাপের প্রশস্ত ফণা, ছিল বিষাক্ত কীট।
প্রকৃতি-বিপাক থাকবেই জানি, ওটুকু ভিন্ন কথা।

ছোট গ্রামখানি গড়েছে রে ওরা, ছোট হলেও তো দামী।
কল্ কল্ ধ্বনি, ছল্ ছল্ সুর তুলে বয় নদী কাছে।
লতাপাতা-ঝোপ, মাঠ-প্রান্তরে ওরই মীড় মূর্চ্ছন
মানুষেব কাজে ' তা ধিন্ তা' বোলে বাজায় যেন রে খোল !

মাঠে মাঠে চলে কাজের বেসাতি, দেহ নয় অবসন্ন।
পেটের খোরাক চাই আগে চাই, বিশ্রাম হবে পরে।
মাটির ধুলিতে প্রাণে প্রাণে কথা বুঝতে পেরেছে ওরা।
ভুমি কর্ষণে নেমে গেছে তাই ; 'দিলে' ওঠে নব দোল।

পায়ের ছন্দে নৃত্যের তাল, 'চেং' সাথে ঘন বাজে।
'পংসী' ফুক্‌ছে মনের আবেগে। ঝর্ণার রিণিঝিনি
রূপালী চাঁদের আলোকে জাগায় জল তরংগ সুর।
মধু-বসন্তে চাঁপার গন্ধে মাদকতা আনে ধীর।

স্বয়ংপূর্ণ ওদের জীবন, নির্ভরশীল নয়
রক্ত তরল রাখতে হ'লে ত লবণের প্রয়োজন।
কদলীবৃক্ষ-ক্ষার থেকে ওরা তা-ও করে প্রস্তুত।
জীবন-ছন্দ সাবলীল হ'য়ে গড়ে যত মহাবীর।

আধি-ব্যাধিগুলি ওদের নিকটে ঘেষতে পারে না মোটে।
পুরুষের শুধু 'রিকং' পরণে, মেয়ের 'জিছৌ' ও "পিনি'।
শীতে ও গ্রীষ্মে, মুক্ত বাতাসে, সূর্যের খর রোদে
ওই বাসে ওরা কাটে বারো মাস সুস্থ দেহে ও মনে।

পৃথিবীর ছেলে, পৃথিবীর মেয়ে, প্রকৃত সুসন্তান।
গায়ে আবরণ নেই কতগুলি। যতটুকু প্রয়োজন,
ততটুকু শুধু পরিধান করে। তার বেশী কিছু নয়।
প্রকৃতি-মাতাকে ধ'রে প'ড়ে থাকে শিশুর আলিংগনে।

চেং—ড্রাম (মিকির)।
পংসী—বাঁশী (মিকির)।
রিকং—নেংটি (মিকির)।
জিছৌ—মেয়েদের উর্ধ্বাংগ-বাস (মিকির)।
পিনি—মেয়েদের নিম্নাংগ-বাস (মিকির)।

শরীরটি ঋজু, বুক উন্নত, শক্ত শাবল-বাহু।
নগ্ন তেজেল উরু দু'খানিতে দৃঢ় মাংসল পেশী।
লৌহ-কঠিন পায়ের স্নায়ুতে বজ্র শক্তি ধরে।
অসভ্য নয় ওরা কখনও নিরপেক্ষ বিচারে।

এক জোট হ'য়ে বাস করে ওরা, বড় ছোট কেউ নয়।
সুসভ্যতার ইতরামিগুলি ওদের ভিতরে নেই।
রুজ্-পাউডার, এসেন্স্-ক্রীম্, ইভ্নিং-ইন্-প্যারিস্
দূরে থাক সব, জানেই না ওরা প্রসাধন বলে কারে।

একে অপরকে শোষণ-পীড়ন করে না কখনো জেনো।
বজ্র বাহুর শ্রম দিয়ে আসে সকলের উন্নতি।
নীতিমালা থেকে পায়নি বিধান—'একতায়ই শক্তি'।
শিক্ষা-দীক্ষা না পেলে কি হয়, এর দাম পূরা জানে।

বিহু-উৎসব পূজা-পার্বণ ওদেরো জীবনে আছে।
বন্ধু-মিতার বিপদে সহায়, ওদের 'মরাল' পাঠ!
সমাজ-জীবন ভিন্ন হ'লেও আছে 'চ্যাস্টিটি' জেনো।
স্নেহ ও মমতা ঠাট-বাঁধা আছে ওদের সরস প্রাণে।

'কার্বি'-মেয়ের কাণে দোলে দুল নথেংপি' নাম তার।
আংগুলে ওরা 'আরনান্' পরে গলে নেক্লেস্ 'লেক্'।
সেকরাকে কয় 'বেণী' ও সমাজে। যত সব আভরণ
অতি যত্নে সে করে প্রস্তুত, আপন জনের টানে।

কার্বি—মিকির জাতি (মিকির)

নারীর মূল্য আছে ও সমাজে উচিত মর্যাদায়।
সইবে না ওরা নারী-লাঞ্ছনা-- অপমান-অপযশ।
মেয়ে জাতিটিকে সম্মান করে 'শিভাল্‌রি' কায়দায়।
ওদের অযশে জাতির অযশ, এই সার ব'লে মানে।

শাসনতন্ত্র দৃঢ় সচেতন ওদের সমাজে দেশে।
প্রেসিডেন্টকে বলে ও ভাষায় 'রং হাং লিন্‌দক্‌।'
তারপরে আছে 'বরুয়া'র দল, 'হাবাইস্‌' তাদের নীচে,
'বরুতেমেন্‌'রা হাবাইস্‌-অধীনে, 'গাঁওবুড়া' সব শেষে।

'গাঁওবুড়া' হয় গ্রামের কর্তা, জেলার 'বরুতেমেন্‌'।
'হাবাইস্‌'তাদের উপর শাসক। প্রতিটি জেলায় থাকে
চার'বরুতেমেন্‌', চারটি 'হাবাইস্‌'। উপরে রয়েছে আরো
'বরুয়া' শতেক পঁয়ষট্টিটি, প্রধান শীর্ষদেশে।

ভারতের ম্যাপে পূবদিকে আছে কাছাব মিকির জেলা,
ওদের গণনা তার চেয়ে বেশী 'লংরি' একটা নয়।
'হাবেপী'-'নিলিপ্‌'-'উমাহা'-'আম্‌রী'-'কিলিম্‌'-'উম্‌লারং'
আরো আছে এক 'রংচাইচো' বিচিত্র উচ্চারণ।

অপরাধ যদি ওরা কেউ করে, আদালত আছে তার।
গাঁয়ের মোড়ল সন্ধান নিয়ে 'চার্জটি' তৈয়ার করে।
মনোমত যদি রায়টি না হয়, উপরে আপীল চলে।
প্রেসিডেন্টের ফতোয়াটি শেষে মেনে নেয় সাধারণ।

লংরি—জেলা (মিকির)।

নির্বাচনের বালাই না আছে, তথাপি-ও সাঁচা প্রাণ
গণ্যমান্য সত্যবাদীরা পায় মূক সম্মতি।
সমাজ সেবায় যিনি যত পাকা, তাকে নেতা ব'লে মানে
পদের আশায় কাড়াকাড়ি নেই, যেমন অন্যখানে।

বিবাহের নিয়ম অতীব কঠিন, আবার কঠিনো নয়।
পাঁচটি শ্রেণী ইংতি-তেরাং-তেরন্-এক্কাং-তিমুং।
এগুলির মাঝে সামাজিকভাবে বিবাহের প্রচলন
আদিকাল থেকে আজও চলছে, ব্যতিক্রম না মানে।

একই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে অনেক বিপদ বাধা।
যদি ঘটে, তবে না আছে উপায়। ভীষণ দুর্বিপাকে
যুবা-যুবতীকে পড়তেই হবে। চাপিয়ে গরুর পিঠে
বের ক'রে দেয় সমাজ থেকে ক্রুদ্ধ তিরস্কারে।

ঘটলে কখনো অবৈধ প্রেম একই শ্রেণী ভিন্ন,
তার সমাধান নিজেরাই করে সমাজের লোক ডেকে।
ব্যভিচার আর লম্পট গিরি চ'লবে না কোনো মতে।
অভিযোগ যদি আসে কোথা হ'তে শাস্তি দিয়ে বিচারে

বিবাহের প্রথা অতীব প্রাচীন আপন বিশিষ্টতায়।
মাতুলের মেয়ে হবে গৃহবধূ, সাধারণ রেওয়াজ।
বাপ-মা প্রথমে ছেলের নিকটে প্রস্তাব নিয়ে আসে।
পুত্র-ইচ্ছায় শুভ এ কর্ম অবশ্য সমাধান।

ছেলে যদি বলে, ও মেয়েটি তার বড়ই অপছন্দ,
ছেলের মতই মেনে নেবে ওরা, বলবে—'বৎস, বল,
তোমার মতই আমাদের মত, আপত্তি কিছু নেই ;
কিন্তু সমাজ-সম্মতভাবে হবে এ অনুষ্ঠান।'

'আরনাম্' নামে মানে ভগবান, ইন্দ্র 'ছিনিংরিচো'।
কৃষ্ণ-রাম ও 'মহাদেই' নামে ওরাও সুপরিচিত।
মহাভারত ও রামায়ণখানি মুখে মুখে আছে জানা।
পুঁথিপত্তর একটাও নেই, ওরা যে নিরক্ষর।

ওদের ধর্ম ওদেরই মত একেবারে সাদাসিধে ;
নদ-নদী বায়ু পূজার দেবতা অর্থাৎ প্রকৃতিকে
জননীর ন্যায় শ্রদ্ধাও করে ভক্তিও করে খুব।
'চড়ক' পূজাটি শ্রেষ্ঠ পূজা, সনাতন অক্ষর।

পূজার সময় নাচে না কদাপি, ভক্তি অবিমিশ্র ;
নিয়মনিষ্ঠা, সত্যভাষণ, শ্রদ্ধা ঐকান্তিক,
দয়া ও মমতা, সমাজ-ঐক্য 'সিমেন্টিং ফোর্স' নিয়ে
'আরলেং' জাতি গ'ড়ে উঠেছে আপন স্বতন্ত্রতায়।

মৃত্যুর পরে শবদেহ ঘরে থাকে দুই চার দিন।
পূজার ও অন্য জিনিষ-পত্র ঘর থেকে নেয় দূরে।
শবের পার্শ্বে একজন থাকে উপদেশ নানা দিয়ে
স্বর্গের পথ দেয় সে জানিয়ে শাশ্বত আত্মায়।

মহাদেই—মহাদেব (মিকির)।
চড়ক—বজ্র (মিকির)। আরলেং—মিকির জাতি (মিকির)।

মৃতদেহটিকে ব'য়ে নিয়ে দূরে সৎকার শেষ করে।
শ্রাদ্ধ-বাসরে আনন্দ-শোক, নাচ-গানও হয় বেশ।
যুবা-যুবতীর মিলিত নৃত্য 'চোমাংকান্' দেখলে
মনের মুকুরে সে ছবিটি পরে অপরূপ হ'য়ে জাগে

পৃথিবীর মাটি পবিত্র অতি, ও সমাজে বুঝি তাই
ভূমে 'লাংটুক্' খুলে ওরা চায় আত্মার সদ্গতি।
ওরই একধারে প্রতিষ্ঠা করে 'লংএ' নামে এক শিলা।
এইভাবে শেষ শ্রাদ্ধপর্ব। শুনলে অবাক লাগে।

মিকির যুবক 'তেরাং' ক'রে নেয় গাঁয়ের একটি ধারে।
সারা বৎসর সেখানে সবাই কাটে সুখে আহ্লাদে।
চাষের সময় সোরগোল পড়ে। দেহের ক্ষমতা নিয়ে
কত উৎসাহে চাষাবাদ করে। না দেখে যায় না বোঝা।

সময়ে বর্ষা না-ই যদি আসে, ভাবনাটি হয় বড়।
পাখি বলি দিয়ে করে ভেক পূজা, আসবেই 'বরষুণ'।
আকাশের দিকে ক্ষণে ক্ষণে চায়, এই বুঝি এই এলো।
ওখানে রয়েছে জীবনের পুঁজি মেঘের আড়ালে গোঁজা।

চোমাংকান্—শ্রাদ্ধের ক্রিয়াদি সম্পন্ন হবার পরে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি ও সদগতি কামনার্থ যুবক-যুবতীর মিলিত নৃত্য (মিকির)।

লাংটুক্—গর্ত (মিকির)। তেরাং—ক্লাব (মিকির)।

লংএ—যে শিলাখণ্ড শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রয়োজন হয় (মিকির)।

বরষুণ—বৃষ্টি (অসমীয়া)।

ধান-তুলা-লাক, সরিষার বীজ, কুমড়ো ও গাছ আলু,
এ ছাড়াও করে বহু উপকারী কচুর জোরালো চাষ।
নিপুণ-হস্ত কুটীর-শিল্প—ব্যাম্বু বাস্কেটিং-এ।
এণ্ডী পোকার সুতো দিয়ে বোনে চাদর ভদ্রলোকের।

প্রান্তরে যারা বসবাস করে প্রধান তাদের ধান,
'বহাগ' 'বিহু'র কিছুদিন পরে কর্মারম্ভ হয়।
মাঠে মাঠে গান, পরমানন্দ, 'পেপা'র ঐক্যতানে
চাষ-আবাদের কাজ হয় শেষ। আসে পালা আরামের।

কার্তিক বিহু সমাপ্ত হয়। তারো কিছুদিন বাদে
ফসল কাটার মরশুম পড়ে। মাঘ বিহুর জোয়ারে
নৃত্য-গীতের তাল-মান-লয়ে 'পথারে'র মাটি নাচে।
শ্রমের ফসল মাথায় মাথায় নিয়ে আসে 'জিম্‌তিম্'-এ।

নূতন ধানের গন্ধে গন্ধে বাতাসে তোলে রে সুর!
আকাশের নীলে জীবন-ছন্দ। নতুনের কিশলয়ে
সুরেল শাহানা বোল দিয়ে যায় মনের গোপন ঘরে।
ফাগুনে আগুন জ্ব'লে হাত ছানে সসীম থেকে অসীমে।

বহাগ—বৈশাখ (অসমীয়া)। বিহু—আসামের উৎসব বিশেষ (অসমীয়া)।
পেপা—বাঁশী (অসমীয়া)। পথার—প্রান্তর (অসমীয়া)।
জিম্‌তিম্—খামার (মিকির)।

দু'টী 'পাম্‌' দিয়ে ধান্য ছাড়ায়, প্রণালীটা 'ছকেপাম্‌'।
'মান্‌তুঙে' ক'রে ব'য়ে নিয়ে ধান 'ছক্‌পুরু'টাতে রাখে।
প্রয়োজন হ'লে 'লং'এ ঢেলে দিয়ে 'লেংপুম্‌' সহায়তায়
অতি সহজেই ধান ভেনে চাল প্রস্তুত ক'রে নেয়।

ছক্‌পুরু ভরা জীবন-অন্ন। বছরের সংস্থানে
আনন্দ দেয় ঘরে ঘরে দোলা। 'হাচাক্‌কেকান্‌' নাচ
হৃদয়-মঞ্চে জলসায় তোলে ব্যাঞ্জোর মধু সুর।
শাল-সেগুনের বনে কুহু কুহু অমৃত ঢেলে দেয়।

জীবনের গতি চলে এইভাবে আঁকাবাঁকা বড় নেই।
সাবলীল ধারা নদীর যেমন, সে ধারা ওদের মনে
অর্কেষ্ট্রার কড়ি ও কোমল ছন্দে সঘন ছায়।
মাটি-আলো-জল-বাতাসে জীবন গ'ড়ে ওঠে নিরালায়।

তপ্ত সূর্য দিনের বেলায় ঔষধি রোদ ঢালে।
রাত্রি নিশীথে পূর্ণিমা-চাঁদ স্বপ্নের জাল বোনে।
কেতকী-হেনায় মধু ঢেলে বলে—'আমরা র'চবো মালা।'
ধ্রুব-তারকায় রাত জেগে জেগে পথ আঁকে ইসারায়।

পাম্‌—ধান ছাড়ানো বাড়ি (মিকির)।
মান্‌তুঙ—থলি (মিকির)। ছকপুরু—শস্যভাণ্ডার (মিকির)।
লং—কাষ্ঠনির্মিত উদূখল (মিকির)।
লেংপুম—উদূখল-মুষল (মিকির)।
হাচাক্‌কেকান্‌—শস্যকর্তন পর্ব সমাপ্ত হবার পরে ঘরে ঘরে উৎফুল্ল দেহ-মন নিয়ে আনন্দোচ্ছল নৃত্য (মিকির)।

পশ্চিম দিকে উঠেছে ঝঞ্ঝা। আকাশ হয়েছে কালো,
রুদ্র-মূর্তি বিকট ভীষণ, মনে জাগে বড় ভয়!
কালনাগিনীর বিষ নিঃশ্বাসে কলুষিত হয় বায়ু।
ডাকিনী-যোগিনী প্রলয় নৃত্যে হাসে শুধু খল্ খল্।

তমিস্রা-ঘোর রাত্রির বুকে বাতাসের হা-হুতাশ!
পুঞ্জিত মেঘে ঘন বিদ্যুৎ, অধরে অট্টহাসি।
ময়ূর-কেকায় ত্রাস-সঞ্চার, ভেকের গ্যাঙোর গ্যাঙ্
মাতাল করেছে সব কিছু আজ, পৃথিবী অসচ্ছল।

কাঁচা সূর্যের রক্ত আলোয় আভাস খুনখারাবী।
'ডানজিগ্' নিয়ে কুটিল কলহ, দানব যুদ্ধে নাচে।
আপোষ-রফায় নয় সমাধান, পোলাণ্ড হয়েছে কাবু।
বিশ্বসমর হলাহল তোলে, বাজে ড্রাম-বিউগল্।

ব্যভিচারী লীলা, লম্পটগিরি ধনতন্ত্রের চালে
অসহায় জীব সহায়ের আশে হ'য়ে গেল দিশাহীন।
আকাল পেতেছে আসুরিক ফাঁদ, তার জোর ঘর্ষণে
মানবতাহীন দস্যুবৃত্তি হ'লো উৎ-শৃংখল।

ধনতান্ত্রিক যুদ্ধে এবার 'রাশা' দিল গণরূপ।
ইউক্রেন মাঠে সোনার ফসলে শ্রমিকের সংস্থান।
সম্ভব নয় ওটা ছেড়ে দেয়। আবীর গুলাল্ রেখা
সাইবেরিয়ার শুভ্র বরফে লেখে রক্তের লেখা।

নর-নারায়ণ শিরে দোলা দিয়ে ক্ষুৎপিপাসায় মাতে।
মেঘডম্বর অম্বর মাঝে লাল পতাকার আভা
পীড়িত-শোষিত-শাসিতের বুকে জাগায় নতুন আশা।
অন্ধ-বধির-মূক-অসহায় আলোকের পেল দেখা।

পরিবর্তন—পরিবর্তন—এলো পরিবর্তন।
পৃথিবীতে আজ রেনেসাঁ এসেছে, পাষাণে পেয়েছে প্রাণ।
বিশ্বঘরের দীন সন্তান,—শোন্, তুই ওরে শোন,
দুর্যোগ দিনে দাবী নিয়ে তোর জেগেছে চক্রপাণি।

তোরই অন্নে শক্তিটা ধরে তোরে ধ্বংস যে করে;
তোরে বিবস্ত্র ক'রে যেই জন আপন সরম ঢাকে;
তোর বাহুবলে ঘর্মের দামে আজ যার মাথা উঁচু;
তার দিন শেষ, মহাকাল হাসে! মাথা নিয়ে হানাহানি!

ভাখ্ চেয়ে ওরে, পিশাচী লিপ্সা পর্যাপ্তেরো মাঝে
স্থলে-জলে ও অন্তরীক্ষে তোর দিকে ঘন চায়।
ক্ষুধিতও নয় পীড়িতও নয়, তবুও চক্ষু জ্বলে।
তুই যে নিরীহ হরিণ-শাবক। হিংস্র শ্বাপদ ওরা।

তোর ভগবান নয় ত নিরেট মূর্খ জীর্ণ জড়।
ধনীতে ধনীতে লড়াই বাঁধিয়ে হাততালি দিয়ে হাসে!
জংগী বিমান, বোমারু বিমান, পাইলট্‌লেস্ ক্রাফ্‌ট্,
রণতরী থেকে বিষ বাণ ছুড়ে পৃথিবীরে করে খোঁড়া।

স্কাইমাস্টার-ডাকোটা-ইয়র্ক এসেছে প্রপেল্‌ড্‌ জেট্‌।
ভী-টু আধুনিক দুরন্ত স্পীড্‌ সাথে নিয়ে কত চলে।
যুদ্ধ জাহাজ হ'লো নির্মিত নিত্য নতুন নামে।
টর্‌পীডো দিয়ে খতম ক'রলো দুর্জয় মানোয়ার।

প্রলয় নাচন সুরু হ'য়ে গেছে, নাগাসাকি-হিরোসিমা
এটম্‌ বোমায় ধ্বংস হয়েছে। থর্‌ থর্‌ কাঁপে বুক!
আর নয় নয়, থামাও যুদ্ধ! মেদিনী ক্লিষ্ট-প্রাণ!
শক্তি সমরে যবনিকা-পাত। এবার হবে বিচার!

মুসোলিনী মরে জনতার হাতে, হিটলার অবসান।
আসামী-বাক্সে তোজো উঠেছেন, ভাগ্যের পরিহাস!
হতভাগ্যের মৃত্যুতে ওঠে হাস্য ও উল্লাস!
পরাজিত যারা, তারাই ত দোষী। বিজয়ীর খুন মাপ!

সমর-অনল জ্বলে দাউ দাউ, তথাপি-ও কল্যাণ
চুপিসারে পথ ক'রে ক'রে হাসে, শান্ত স্নিগ্ধ মুখ।
গণ-দেবতার মুখ উজ্জ্বল। কংকাল-সার দেহে
সাম্যবাদের জলবায়ু দেয় রক্ত কমল ছাপ।

উপনিবেশের হৃষ্ট পুষ্ট শরীরখানির 'পরে
কালশিরা দাগ প'ড়ে গেছে ছাখ্‌, শয়তান সাবধান!
কাঁচা মাল নিয়ে শাসন-শোষণ, জাল-চাল-জুয়াচুরি।
চ'লবে না আর, জেগেছে এবার পতিতের ভগবান!

মংগলময়ী জননী ত্থাখরে বরাভয় হাত তোলে।
পূর্বাঞ্চলে মহাজাগরণ প্রসন্ন মুখে কয়,—
'তুর্গতোরণে প্রতিষ্ঠা কর জয়-মংগল ঘট।
ভেদাভেদ কেন?   মানুষ হিসাবে সকলেই গরীয়ান।'

যুদ্ধের পরে শান্তি এনেছে নূতন আবিষ্কার।
কত মেডিসিন্, পেনিসিলিন্ ও ক্লোরোমাইসিটিন্
স্ট্রেপটোমাইসিন্ যক্ষ্মা রোগে এনেছে যুগান্তর।
টেলিভিসনে তড়িৎ শক্তি ছবি আঁকে মনোহর।

পৃথিবীর বুকে কত না আসে বিবর্তন বিপ্লব।
সর্বদা দেখি 'ওল্ড্ আইডীয়্যা ইল্ডিং টু দি নিউ।'
আল্ট্র্যা মডার্ণ ফ্যাশ্ন ছড়ায় মঞ্চ বায়স্কোপ।
তরুণ-তরুণী হাওয়ায় ওড়ে, চোখে লাগে সুন্দর!

বেণীটি দোলায় কলেজের মেয়ে, খোঁপাও কখনো ভাঙে।
শাড়ীর বাহার ব্লাউজের সাথে কত না মানানসই!
রাগ করো না গো, থাক বর্ণনা নগ্ন মাধুর্যের।
সত্য কথাটা বলাই যে ভাল, লেখাটা ত ভাল নয়।

যুবক তাকেও ব'লবো কী আর হয়ত ক্রুদ্ধ হবে।
তার তু'চোখেও স্বপ্ন-লালসা 'হাংগার' নিয়ে ফেরে
বুকের পাটাটা ভেঙে গেছে তার বেকার সমস্যায়
বদ্ খেয়ালের মত্ত আবেগ তারে করে আজ ক্ষয়।

হাওয়াই-সার্টে শরীর ঢেকেছে, পাইলট্ সে তো নয়।
অনেকে আবার মেয়েদের মতো মুখে চূণকাম করে।
বাঁকা কটাক্ষে শ্লেষ হাস্য আছে তার অধরেও।
ধোপ-দুরস্ত পোষাকে ছড়ায় 'পপি কালিফোর্নিয়ান্।'

পার্কে পার্কে ময়দানে কত যুবক-যুবতী চলে।
পশ্চিমী ভাব আদব-কায়দা বাজে নীতিগুলি মানে।
বলডান্সের মুদ্রাগুলি সত্যিই বড় ভালো।
'এরিস্টোক্রেট্'-রুচি যে এ সব, 'হোক্ না নন্ ইণ্ডিয়ান্!'

সাজ-সজ্জায় লুপ্ত হয় না মনের দুরভিসন্ধি।
পাশবিক লোভ তার খুব বেশী, যে-ই বলে সে-ই সভ্য।
শালীনতা তার স্বভাব-ভূষণ, সভ্যতা তার অংগে
দুষ্টামি নয়—নষ্টামি নয়—যে জন সুকাজ করে।

পরিবর্তন জোরালো হয়েছে, ইতিহাস গেছে বেড়ে।
উপনিবেশের গণ-আলোড়নে এসে গেল স্বাধীনতা;
হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন-কোবাল্ট বোমার যুগে
গরম যুদ্ধ মরে আক্ষেপে স্নায়ু যুদ্ধের ঘরে।

কত না ফন্দি ন্যাটো ও সীয়াটো দিনে দিনে জাতি আঁটে।
পূর্বাঞ্চলে বান্দুং সভা গড়ে প্রাচী'র গোষ্ঠি।
পঞ্চশীলের নীতিতে আস্থা জানায় রাশিয়া-চীন।
শান্তিই ত কাম্য সবার, তবে কেন কোলাহল?

কাহিনী-লেখক কত আর তুমি লিখবে কলম দিয়ে।
পলে পলে এই বিশাল পৃথিবী কেবল গড়ে ও ভাঙে।
যুগ যুগ ধ'রে যুগের কাহিনী মহাকাল যায় ব'লে।
তার ইতিহাস সেই জানে ভালো। তোমার শ্রম বিফল

তথাপি আবার চোখটি ফিরাও মিকির দেশের প্রতি।
ঘোর বিপ্লব পৃথিবীর বুকে এনেছে অভ্যুদয়।
তবুও সেখানে পাহাড়ের কোলে নিরিবিলি বসবাস
পাহাড়িয়া জনে শান্তিতে করে, কর্মে জীবন যায়।

যুদ্ধের দিনে আকাশে যখন উড়তো বিমানগুলি,
ভাবতো—ওগুলি কোত্থেকে আসে অত বড় বড় জীব!
এখনো যে নেই এমন নয়কো। অনেকে আজও বলে—
'ওই শোন, ওই গুম্ গুম্ ক'রে বড় পাখী গান গায়।'

পাহাড়-প্রদেশে যাদের বসতি, তারা স্বচ্ছ ও পূর্ণ।
বেশ-ভূষা সব সেকেলে পুরনো, পুরনো জীবন-যাত্রা।
প্রান্তরে যারা নেমে এসেছিল, তাদের জীবন কিন্তু
এখন আর তত সচ্ছল নয়, পূর্বে যেমন ছিল।

পর্বত ছেড়ে খানিকটা দূরে সহরের কাছে এসে।
ঘর-বাড়ী ওরা তৈয়ার করেছে বহু বৎসর আগে।
সে সকল কথা বলা হ'য়ে গেছে। জীবন সমতলের
ততটা সহজ নিশ্চয়ই নয়, যত সোজা ভেবেছিল।

পাহাড়ী লোকের মধ্যে সরল সুশান্ত মিকিরেরা,
অতীব ভদ্র, মিষ্ট ভাষণ, ব্যবহার সুমধুর।
আশেপাশে আছে হাট ও বাজার। সেখানে শ্রম-ফসল
ঠগ বেপারীকে দিয়ে আসে ওরা সামান্য দাম নিয়ে।

অর্থলোলুপ স্বার্থ-অন্ধ কুটিল অক্টোপাস্
ওদের দুয়ারে হামলা দিচ্ছে। আমলাতন্ত্রী চাল
দিনে দিনে যেন বেড়েই চ'লেছে। কপট মুনাফাখোর
অতি হুঁশিয়ারে পাখানি বাড়ায় দেহে আবরণ দিয়ে।

সহরের কাছে বাস ক'রে ক'রে সহুরে সভ্যতায়
অভাব ওদের বৃদ্ধি পেয়েছে সহুরে লোকের মতো।
জীবন-যাত্রা প্রণালীটা আর পাহাড়ের কোল-ঘেষা
তত আজ নেই, পাল্‌টে গিয়েছে আধুনিক চাহিদায়।

বগা ও কারবী কবে এসেছিল, সে ত হলো বহুদিন।
ছোট পরিবার, কই ছোট আর—দুই ছেলে এক মেয়ে
স্বামী ও স্ত্রী সব নিয়ে ওরা পাঁচজন মেম্বার।
বর্তমানের ছেলেমেয়ে যারা, তারাই সুবিধা চায়।

প্রাক্-ইতিহাস-যুগ চলে গেছে। আহার-বস্তুগুলি
কাঁচা কাঁচা মুখে দারুণ অরুচি। ঝাল মশলার পাকে
হয় সুস্বাদু নয়নলোভন। তবে কেন পিছে পড়া?
সময়ের সাথে চললেই হবে সবখানি সুন্দর।

হয়নি লুপ্ত পুরনো নীতিটা 'বার্টার সিস্টেম্'।
আছে তার কিছু, আর এসে গেছে 'এক্সচেঞ্জ্ মিডিয়াম্'।
এ ছাড়া এসেছে কালকেউটেটা উদ্ধত ফণা নিয়ে।
শোষণের রূপ—বিকট ভীষণ বিষাক্ত অজগর!

এই ত সেদিন কারবী গিয়েছে বাজারের অভিমুখে।
কী এক বস্তু ক্রয় ক'রবে, সামান্য তার দাম।
ঠ'কে সে এসেছে, মেয়ে ব'লে নয়। এক টাকার জিনিষে
পাঁচটি মুদ্রা না দিলেই নয়, ধূর্ত দোকানদার।

এমনি কেবল একদিনই নয়, প্রাত্যহিক ব্যাপার।
মিকির মোড়ল হাত ক'রে নেবার ফন্দিটা জানে ভাল।
এক শত টাকা লাভ হ'লে পরে দু'টি টাকা তারে দিয়ে
মোটা অংশটা নিজে গাঁটে বাঁধে। ব্যবস্থা মজাদার!

শিক্ষাবিহীন হ'লে কী হয় রে, শিক্ষায় আছে ঝোঁক।
'সোভিয়েৎ দেশ' খবর-কাগজ কারো কাছে যদি দেখে,—
সংবাদগুলি জেনে নিতে চায়। বুকে জাগে নব আশা।
অবসর মত তারে ঘিরে ব'সে শোনে অনন্যমনে।

কোনটা মন্দ—কোনটা যে ভাল—বেশ বোঝে তা'তো ওরা।
জিজ্ঞাসু মুখে উৎসুক হ'য়ে বিদেশী খবর শোনে।
দেশ-সরকার ওদের জন্য যে সব 'প্ল্যান'ই করে,
তা জেনে ওদের মনে দোলা দেয় সুস্বপ্ন ক্ষণে ক্ষণে।

বাবার নামেই বংশটা চলে, না চলে মায়ের নামে।
খাসিয়া জাতির বংশ প্রণালী ওদের বেখাপ লাগে।
নারী-স্বাধীনতা জোরালোই আছে। তাই বলে মনে রেখো—
নেই একেবারে বাজে সব রোগ 'ডিজীজ, ভিনীরিয়্যাল্'।

অসহায় জীব পথে পথে মরে যেমন অন্যখানে,
তেমনি এখানে চোখে পড়বে না। একের বিপদে আর
উন্মুখ হ'য়ে ছুটে এসে করে সত্বর প্রতিকার।
জাতির ক্ষতিতে আপনার ক্ষতি আগামী দিন ভয়াল।

এক সাথে ওরা চাষ-বাস করে। 'কলেক্‌টিভ্ ফার্মিং'
যদিও এখনো আসেনি সমাজে। তথাপি নীতিটা কয়—
'অন্ন-বস্ত্র ভাগাভাগি ক'রে প্রয়োজন অনুসারে
দেওয়া-নেওয়াটা সত্যিই ভাল, ধর্মসংগতও।'

বগা তেরাং এর বড় ছেলে 'মুন্নু' মা-বাপের কাছে থাকে।
ঘর-বাইরের কাজে ও কর্মে সাহায্য আসে তার।
ছোট ছেলে 'চন্নু' সরকার থেকে জলপানি কিছু পেয়ে
টাউন স্কুলে বই প'ড়ে শেখে পাঠ নীতিসম্মত।

কন্যা 'হান্না' নীতিমালা পড়ে গ্রামের পাঠশালায়।
পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা শিক্ষার দীপ নিয়ে
সমতল ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আঁধার লুপ্ত করে।
স্বাধীন দেশের জড়-কংকালে রক্তের ছাপ পড়ে।

ব্যবস্থা এখনো জোরালো হয়নি, এ কথা ব'লতে হবে।
তেতো কটু বিষ সমালোচনায় হয় না আসল কাজ।
ত্নর্নীতিগুলি দূর ক'রে দিয়ে স্বদেশী সভ্যতায়
দেশকে গঠন ক'রতেই হবে, যাবে তা না হলে ম'রে।

দালালী বুদ্ধি হুঁশিয়ার পায়ে এতদিন চলেছিল।
কিন্তু যে দিন মিকির মোড়ল বুঝতে পারলো সব,
সেইদিন থেকে আপন স্বার্থে দিল সে জলাঞ্জলি।
জাতিটাকে নিয়ে এভাবে খেলার কিছুই হয় না মানে

সাবধান হ'য়ে সতর্ক ক'রে দিল সে গ্রামবাসীকে—
'ছলে-কৌশলে ঠকিয়ে ঠকিয়ে শোষণ-পীড়ন ক'রে
বাহাত্নরি চালে চলার স্পর্ধায় ইন্ধন দিও নাকো।
তা ক'রলে পরে সবার মৃত্যু হবে 'টাউটে'র বাণে।'

পৃথিবী যেদিন ও'দেরই মত বুঝবে সবার স্বার্থ,
ইউটোপিয়ার মধুর স্বপ্ন বাস্তবে পাবে স্থান।
সচ্ছলতায় দেহ-মন্দিরে জনতার জয়গানে
সুস্থ সবল প্রাণ নিয়ে সাথে জাগবেন ভগবান।

ভারতবর্ষ ক্ষীণ অসহায় বিমূঢ় অভিশপ্ত।
এ সকল কথা মিথ্যা তো নয়, একেবারে খাঁটী সত্য
খণ্ডিত দেশ কী যন্ত্রণায় দারুণ তুঃখ ক্ষোভে
তপ্ত অশ্রু বর্ষণ করে, দেখে কর অবধান।

টাউট—উঞ্ছ দালাল।

আশ্রয়হীন বাস্তুবিহীন সর্বহারার দল
তিলে তিলে ক্ষ'য়ে এখানে-সেখানে ঘুরে ফিরে অবিরত।
শ্রম-শিল্পের সুপ্রতিষ্ঠান তেমন কোথায় আছে ?
তারপরে দেখো ঘোর দলাদলি পার্টির কোন্দল।

দেশে ও বিদেশে ক্ষমতালোলুপ লোক আছে কতগুলি ;
আপন স্বার্থে বলি দেয় তারা স্বদেশের যশ-মান।
'দশের স্বার্থে দেশের স্বার্থ' এই নীতি যারা মানে,
তাদের সংখ্যা যতই বাড়বে, তত হবে মংগল।

দেশের লোকের কাজ আছে ঢের, ক্রমেই সে কাজ বাড়ে।
সব দিকে তাব থাকবে দৃষ্টি। সরল এ উপজাতি
সময়ের তালে অক্ষতভাবে পা যেন ফেলতে পা'র।
সর্বাংগীন কল্যাণে আসে জাতির অগ্রগতি।

'ফেভারিটিজম্,' 'রেড্‌টেপিজম্' বাদ না দিলেই নয়।
'নিপটিজম্'এর কণ্ঠরোধ ত আগেই ক'রতে হবে।
শুদ্ধদেহের হৃদ-সরোবরে শুভ্র কমলই ফোটে।
স্বার্থত্যাগী শিল্পীরা গড়ে দামী হার গজমতি।

ধ্বংসাত্মক নীতিটার দ্বারা এ যুগের ইতিহাস
কালিমালিপ্ত ক'রে লাভ নেই। গঠনমূলক পথে
মন-নদীটিকে ছেড়ে দিয়ে পরে যমুনার মত ক'রে
পৃথিবীতে রচো কীর্তি-কুসুম বিশাল তাজমহল।

স্তব্ধ নিশার হিমেল আকাশে চাঁদের রজত ধারা
পুণ্য-সলিল 'লুইতে'র পারে স্বপ্নের দোলা দেয়।
আবর-লুসাই-মিকির-মিশ্‌মী-নাগা ও জয়ন্তিয়া,
খাসি উপজাতি লেখে নির্জনে 'বুরঞ্জী' শতদল।

সচ্ছলতায় সুস্থ স্বস্থ সুবিপুল ধরণীতে
প্রগতি-জোয়ার সাথে নিয়ে আ'ক বন্যা প্রাচুর্যের
শ্বেত পতাকায় বিঘোষিত হোক শান্তির জয়গান।
সহনশীলতায় মানবতা আজ সুবিচার দিয়ে যাক।

শান্তি-কপোত সুরেল গীতিকা গেয়ে যাক কাছে দূরে
মুক্ত-পক্ষ বিহংগ-দূত তুলুক শান্ত ঢেউ।
অপরাজিতার জয়স্তম্ভে গণ-দেবতার বাণী
উজ্জ্বলতায় স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস হ'য়ে থাক।

তরুণ সূর্য গোলাপী আভায় উদয়-তোরণে হাসে,
নতুন পৃথিবী নূতন যুগের মশাল জ্বালে এপাশে।

নগাওঁ, পৌষ সংক্রান্তি, ১৩৬২

লুইত—ব্রহ্মপুত্র নদ (অসমীয়া)।
বুরঞ্জী—ইতিহাস (অসমীয়া)।

অমার্জিতা

আসাম-পাহাড়-আঙিনা হ'তে কাজের পসরা নিয়ে
পাহাড়ী মেয়েরা শেষ রাত থেকে চোখে খর দিঠি জ্বেলে
ধীরে ধীরে নামে ওধারে ও মাঠে। দূর ওই গাঁয়ে গিয়ে
জীবনের পুঁজি নেয় ওরা খুঁজে শত অবসাদ ঠেলে।

খাড়াই পাহাড়, তারি কোল বেয়ে সাপের সড়ক ধ'রে
মরণের বুকে কত হুঁশিয়ারে পাখানি বাড়িয়ে দেয়।
অশ্রু-সাগর নেই ওই চোখে বাঁচার কথাটি স্মরে।
শ্রমের যন্ত্র অতি সাবধানে ঘাড়ে পিঠে তুলে নেয়।

আঁকাবাঁকা পথ। জংগল ধারে। রাত্রি গভীর কালো।
নির্জন ভাব, তথাপি প্রলাপ। ঝর্ণাটি কল হাসে।
মদির তন্দ্রা 'নেবুলা'র চোখে। অরুন্ধতীর আলো
শাল-সেগুনের পাতা-পথ দিয়ে মাঝে মাঝে শুধু আসে।

বুভুক্ষিতের নিঃশ্বাস-ভরা বেদনাটি নেই বুকে।
লোহিত নদের ঝিক্‌মিক্ স্রোতে মনের দুয়ার খোলা।
নিঝুম নিশায় 'লালি'-'গমারি'র ঘুমেল স্বপ্ন সুখে
উষার কপোলে কুশল তপন নীলাকাশে দেয় দোলা।

লালি-গমারি—আসামের বৃক্ষ বিশেষ।

সুস্থ স্বস্থ নিটোল গড়নে স্বাস্থ্য উছল ধারা।
মহাসাগরের নীল বর্ণালী হিমেল পাহাড়ে ছায়।
অলকপুরীর অলকানন্দা শিলার স্থবির কারা
ভেঙে ভেঙে শেষে অসীমের দিকে খরতর বেগে ধায়।

সৃষ্টি প্রহেলি' অনুপল পলে। লাল সূর্যের আলো
হিমানী-ধবল শৃংগ-চূড়ায় রামধনুখানি আঁকে।
পাহাড়ী মেয়েরা দুর্গম পথে গ্রামটি ক'রেছে ভালো
ঝোড়াঝুড়ি নিয়ে উদ্যমতায় ছোট নদীটির বাঁকে।

'আতলান্তিক্-প্যাসিফিক্-সী'য়ে বেসাত-বাহী জাহাজে
দূর দেশ থেকে কাঁচা মাল নিয়ে শাসক শোষণ করে।
উপনিবেশের হতাশ বেচারা অনশন অনাকাজে
মৃত্যুকে দেখে নির্বাক ভয়ে, যক্ষ্মারে নিয়ে মরে।

প্রকৃতির কোলে পাহাড়িয়া ফুল মিকির মিশ্‌মী মেয়ে—
সাভানায় যেন সবুজ ঘাসের মখমলে-ঘেরা মাটি।
সবল বাহুর কঠিন আঘাত পাহাড়ের কোল ছেয়ে
না-দেখার চোখে প্রতিভাত করে—এরাই ত সেরা খাঁটী।

স্কাইস্ক্রেপারের ঝলমল ছটা নিউইয়র্কের কোলে
ধোপ-দুরস্ত খবর পাঠায় তামাম দুনিয়া মাঝ।
বাকিংহামের কুলীন প্রাসাদ মাথা উঁচু ক'রে বলে—
'এই পৃথিবীর সবখানে আছে আমার নিপুণ কাজ।'

গোবি-সাহারার মেরু-মজ্জায় শাবল হাতের খেলা,
নীল দরিয়ার উপকূলে ওই সুদানের ক্ষেতগুলি,
অজানা জীবের জীবন-লিপিকা উদার ধূলিতে মেলা ;
শ্রমের কাহিনী লিখে রেখে গেছে যত অজ্ঞাত কুলি ।

ভল্‌গা-নীপার-ডন নদী-তীরে, স্তালিনগ্রাদের পথে,
হোয়াং হো-কূলে, সাইবেরিয়ার স্তেপ-অঞ্চল মাঠে,
শ্রম-মজুরের ইতিহাস দেখো সবুজ ও রক্ততে ।
মধুর জীবনে বেসাতি করেছে সুযোগের হাটে ঘাটে ।

খাসিয়া-লুসাই-নাগা-পাতকই-জয়ন্তী পাহাড় ধারে
রোদ-উজ্জ্বল বরফ-শীতল জলবায়ু সাথে নিয়ে
দিনের কর্ম শেষ ক'রে যায় মনোযোগ সহকারে ।
দেহটা ঢাকে না জর্জেট শাড়ী, কাশ্মীরী শাল দিয়ে ।

ভয়েল-ব্লাউজ্‌, রুজ-পাউডার সুসভ্যতার দেশে
মেখেলা কাঁকালে ময়লা শরীরে ওরা কাজ ক'রে যায় ।
আসমানী আলো ওদের গহনা, তরুবীথি ফুল বেশে
শিশিরে-চপল লাল শতদল ওদের বয়ানে ছায় ।

সোনা-দিয়ে-বাঁধা মন যে ওদের, ওরা হংসীর দল ;
স্বাধীন দেশের 'সেউজীয়া' বনে প্রগতিশীল কমল ।

নগাওঁ, ৪ঠা অঘ্রান, ১৩৬২

সেউজীয়া—সবুজ (অসমীয়া) ।

জীবনে সাহারা
আর নয়—আর নয়

জীবনে সাহারা আর নয়—আর নয়,
ঘুচে যাক, মুছে যাক, সোনালি ধানে!
সবুজ পাতার চোখ নীলিমায় চেয়ে থাক
ফাগুনের হিমশেষ ঐকতানে!
লালুং মেয়ের গলে চাঁপার মালা,
মিকির ছেলের মুখে পেপা সুরেলা;
কলং নদীর তীরে মাঘ মাসে উৎসব
নাচ আর বাজনা বিহুর গানে!

প্রচুরের বন্যায় প্রাণ মাতানো
আকাশ আলোর সুধা দিয়ে যাক না!
রাত্রির তমসায় পূর্ণিমা-চন্দ্র
বিমল নিখিল হাসি নিয়ে আঁক না!
মাদলে বাজুক বোল আগামী দিনের,
সুদিনের কথা কো'ক শোষিত-হীনের;
শান্তির আল্পনা পৃথিবীর বক্ষে
ললিত কলায় এঁকে থাক না।

কাজ নেই, কাজ নেই—লড়াইয়ের স্পর্ধায়,
একেবারে শেষ হোক বিউগল্-ডঙ্কা।
এটম্ বোমার যুগ চৌচির হ'য়ে যাক,
মানব-মনের থেকে দূর হোক শঙ্কা!
জংলা জমিতে পড়ুক ঘা কুঠারের,
পতিত জমিতে চাষ হোক ফসলের;
প্রকৃতির দান থেকে শ্রমের গানে
পূর্ণ হোক জীবনের কামনা-আকাঙ্খা!

নগাওঁ, ১৩ই পৌষ, ১৩৬২